ইন্ডাস্ট্রিয়াল
প্রোপার্টি বিষয়ক ধারণা

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

সতর্কতামূলক ঘোষণা ঃ এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত তথ্য কোনোভাবেই পেশাগত আইনি সহায়তার বিকল্প কিছু নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা প্রদানই এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য।

WIPO স্বত্ব (২০০৬) আইনানুগ অনুমতি ব্যতীত, কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই ইলেক্ট্রনিক্যালি বা ম্যাকানিক্যালি, যে কোনো আকার বা ভাবে পুনরুৎপাদন বা বিতরণ করা যাবে না।

সূচি

ভূমিকা	৩
মেধা সম্পদ	৩
মেধা সম্পদের দু'টি শাখা	৪
কপিরাইট	৪
ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি	৪
পেটেন্ট (উদ্ভাবনের জন্য)	৫
ইউটিলিটি মডেল	৮
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন	৯
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বিষয়ক মেধা সম্পদ	১১
ট্রেডমার্ক	১২
ট্রেড নেমস	১৪
ভৌগোলিক পরিচিতি	১৪
অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা	১৫
WIPO'র ভূমিকা	১৬
WIPO পরিচালিত দলিল ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সারণী	১৮
অতিরিক্ত তথ্য	২০

This publication has been translated and reproduced with the permission of the World Intellectual Property Organization (WIPO), the owner of the copyright, on the basis of the original English language version. The Secretariat of WIPO assumes no liability or responsibility with regard to the translation and transformation of the publication.

This translated publication was financed under tho EU WIPO Intellectual Property Rights Projuot for Bangladesh

European Union

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ভূমিকা

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি (শিল্প সম্পদ) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন বা নবাগত এমনসব ব্যক্তিদের এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দিতেই এই পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি অধিকারের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত মৌলিক নীতিগুলোই এখানে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে আলোচিত হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টির অন্তর্ভূক্ত সবচেয়ে সাধারণ বিষয়গুলো, যেমন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে পেটেন্ট ও ইউটিলিটি মডেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, ট্রেডমার্ক এবং ভৌগোলিক পরিচিতি (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন)। এছাড়া উদ্ভাবক কোন কোন উপায়ে তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষিত রাখতে পারেন সেগুলোও এ পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষার জন্য কিভাবে আবেদন করতে হবে বা এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে কি উপায়ে তা মোকাবেলা করতে হবে সে বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আইনগত ও প্রশাসনিক নির্দেশনা এই পুস্তিকার অন্তর্ভূক্ত নয়, তবে জাতীয় মেধা সম্পদ অফিস থেকে যে কেউ এ বিষয়ক ধারণা পেতে পারেন। বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর এ ক্ষেত্রে জাতীয় মেধা সম্পদ অফিস হিসেবে কাজ করে। এই পুস্তিকার সবশেষে উপস্থাপিত 'অতিরিক্ত তথ্য' বিষয়ক অধ্যায়টিতে প্রয়োজনীয় কিছু ওয়েবসাইট ও প্রকাশনার তালিকা দেয়া হয়েছে যেখান থেকে পাঠক এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা নিতে সক্ষম হবেন।

বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা (WIPO) প্রকাশিত 'কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার বিষয়ক ধারণা' শীর্ষক আরেকটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় রয়েছে কপিরাইট বিষয়ক প্রাথমিক তথ্য।

মেধা সম্পদ

মেধা সম্পদ নামে পরিচিত বিস্তৃত পরিসরের আইনের একটি অংশ হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি আইন। সামগ্রিক অর্থে মেধা সম্পদ হচ্ছে মানব মনের চিন্তার ফসল। সৃষ্টিকর্মের ওপর অধিকার প্রদান করে 'মেধা সম্পদ অধিকার' উদ্ভাবকের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা (WIPO) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে মেধা সম্পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি, তবে মেধা সম্পদ অধিকার দ্বারা সংরক্ষনের লক্ষ্যে নিম্নে বর্নিত বিষয়গুলোর সমন্বয়ে একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছেঃ

- সাহিত্য, শিল্পকর্ম এবং বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিকর্ম;
- ললিতকলা শিল্পীদের (পারফর্মিং আর্টিস্ট) কাজ (পারফরমেন্স), ফোনোগ্রাম ও সম্প্রচার;
- মানব উদ্যোগের সব শাখার উদ্ভাবনসমূহ;
- বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার;
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন;
- ট্রেডমার্ক, সার্ভিস মার্ক এবং বাণিজ্যিক নাম এবং পদবি;
- অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা; এবং
- 'শিল্প (Industrial) সংক্রান্ত, বিজ্ঞান, সাহিত্য বা শিল্প কর্মের (Artistic) ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড থেকে উদ্ভুত অন্যান্য সব অধিকার।'

মেধা সম্পদ এমন সব তথ্য বা জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তুতে রূপান্তর করে তার অসংখ্য কপি বা অনুরূপ বস্তু বিশ্বের যে কোনো অবস্থান থেকেই তৈরি করা যেতে পারে।

ঐ কপি বা অনুলিপিগুলোর মধ্যে মেধা সম্পদ থাকে না, সেটা থাকে যে জ্ঞান বা তথ্য ঐ বস্তুগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে। মেধা সম্পদ অধিকারের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন কপিরাইট বা পেটেন্টের ক্ষেত্রে সীমিত মেয়াদ।

শিল্প সম্পদ সুরক্ষার জন্য ১৮৮৩ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস কনভেনশনে (প্যারিস কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি) প্রথম মেধা সম্পদ সুরক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃতি পায় এবং ১৮৮৬ সালে অনুষ্ঠিত বার্ন কনভেনশনে (বার্ন কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস) সাহিত্য ও শিল্পকর্ম সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। উভয় চুক্তি বাস্তবায়নের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছে বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা (WIPO)।

প্রধানত দু'টি কারণে বিভিন্ন দেশে মেধা সম্পদ সুরক্ষার আইন আছে। একটি হচ্ছে উদ্ভাবককে তার কাজের জন্য আইনগতভাবে নৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান, এবং ঐ সৃষ্টিকর্মে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। অন্যটি হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা প্রসার, ঐ সৃষ্টিশীল কাজের ফলাফল বাস্তবে প্রয়োগ, প্রচার এবং পরিচ্ছন্ন বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান, যা পরিনামে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

মেধা সম্পদের দু'টি শাখা

মেধা সম্পদ মূলত দু'টি শাখায় বিভক্ত, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি শিল্পী ও কপিরাইট।

কপিরাইট

শৈল্পিক সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে কপিরাইট জড়িত, যেমন কবিতা, উপন্যাস, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং চলচ্চিত্র। ইংরেজি ছাড়া অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় কপিরাইট কে 'অথরস রাইট' বা লেখকের অধিকার বলে। সাহিত্য এবং শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে, কপিরাইট বলতে একটি অধিকারকে সেই প্রধান কাজটিকে বোঝানো হয় যা কেবল শিল্প সাহিত্য কর্মের স্রষ্টা বা তাদের অনুমোদিত ব্যক্তি সংরক্ষন করেন। এ অধিকারটি হচ্ছে সাহিত্য বা শিল্পকর্মের কপি বা অনুলিপি তৈরি, যেমন বই, চিত্রকর্ম ছাপানো, ভাস্কর্য, আলোকচিত্র বা চলচ্চিত্র কপি করা। দ্বিতীয়তঃ লেখকের স্বত্ব বা অধিকার বলতে ওই ব্যক্তির অধিকারকে বোঝায় যিনি সাহিত্য বা শিল্পকর্মটি সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব আইনে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, লেখকের তার সৃষ্টিকর্মের ওপর কিছু নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে, যেমন নকল পুনরুৎপাদন বন্ধ করার অধিকার, যে অধিকার কেবল তিনিই চর্চা করতে পারেন। অন্যদিকে অন্যান্য অধিকারগুলো, যেমন কপি বা অনুলিপি তৈরির অধিকার, অন্যান্য ব্যক্তিরাও চর্চা করতে পারে, উদাহরণ হচ্ছে একজন প্রকাশক, যিনি লেখকের কাছ থেকে এ বিষয়ক একটি লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি

'ইন্ডাস্ট্রিয়াল' বা শিল্প সংক্রান্ত শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার সম্পকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষার প্যারিস কনভেনশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ কনভেনশনের [অনুচ্ছেদ ১ (৩)] বলা হয়েছে: 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টিকে একটি বৃহত্তর পরিসরে বুঝতে হবে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই কেবল এটা প্রয়োগ হবে না, একইভাবে কৃষি ও একস্ট্রাকটিভ (নির্যাস আহরণমূলক) শিল্পে এবং উৎপাদিত সকল পণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন, মদ, শস্য, তামাকপাতা, ফল, গবাদিপশু, আকরিক, খনিজ পানি, বিয়ার, ফুল এবং আটা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হবে।'

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি বিভিন্ন ধরনের হয়, এর প্রধান প্রকারভেদগুলো এই পুস্তিকায় বর্ণনা করা। এ ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে উদ্ভাবন সুরক্ষার জন্য পেটেন্ট, শিল্পজাত পণ্যের আদল বা চেহারা নিরূপনকারী নান্দনিক সৃষ্টিকর্মে জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন। ট্রেডমার্ক, সার্ভিস মার্ক, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের নকশা-চিত্র (লেআউট ডিজাইন), বাণিজ্যিক নাম ও পদবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টির আওতাধীন। এছাড়া ভৌগোলিক পরিচিতি (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) এবং অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষাও এর মধ্যে পড়ে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটিতে বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনের দিকটি ও অন্তর্ভূক্ত, যদিও বিদ্যমান, তথাপি কিছুটা অস্পষ্টতা আছে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি গঠিত হয় কিছু চিহ্নের সমন্বয়ে, যে চিহ্ন বিশেষত ভোক্তার কাছে বাজারজাতকৃত পণ্য ও সেবা বিষয়ে তথ্য প্রদান করে। এ জাতীয় চিহ্নের অননুমোদিত ব্যবহার ভোক্তাকে যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে সে কারণে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে।

উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে পেটেন্ট

উদ্ভাবন সুরক্ষা দিতে প্রণীত অধিকাংশ আইনেই উদ্ভাবন কি সে বিষয়ক সংজ্ঞা নেই। কয়েকটি দেশে উদ্ভাবনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কারিগরী সমস্যার নতুন সমাধান হিসেবে। সমস্যা হতে পারে পুরনো বা নতুন, কিন্তু সমাধানটিকে উদ্ভাবন হিসেবে স্বীকৃতি পেতে গেলে অবশ্যই হতে হবে নতুন কিছু। প্রকৃতিতে অস্তিত্ব রয়েছে এমন কিছু হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেই তাকে উদ্ভাবন বলে বিবেচনা করা হবে না, যেমন অজানা একটি উদ্ভিদের জাত। উদ্ভাবন হতে হলে অবশ্যই সেখানে মানুষের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। এ দৃষ্টিকোন থেকে, উদ্ভিদ হতে নতুন একটি বস্তুর নির্যাস আহরণের প্রক্রিয়াকে উদ্ভাবন বলা যেতে পারে। একটি উদ্ভাবন যে সবসময় জটিল এক প্রক্রিয়া তা ভাবার কোনো কারণ নেই। সেফটি পিন ছিল একটি উদ্ভাবন, যেটা বিদ্যমান একটি 'কারিগরী' সমস্যার সমাধান করেছিল। নতুন সমাধান হচ্ছে মূলত ধারণা বা চিন্তা (আইডিয়া) এবং ধারণা বা চিন্তা হিসেবেই সেগুলো সুরক্ষিত। তাই, পেটেন্ট আইনের অধীনে কোনো উদ্ভাবনের সুরক্ষা পেতে হলে বাস্তব বা অস্তিত্বসম্পন্ন কোনো বস্তুতে সেই ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়োজন হবে না।

উদ্ভাবকদের অধিকার রক্ষার সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে পেটেন্ট, যা উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট নামেও পরিচিত। সাধারণত, পেটেন্ট হচ্ছে কোনো দেশ বা অনেকগুলো দেশের সমন্বয়ে গঠিত আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবককে প্রদত্ত অধিকার, যে অধিকার বলে উদ্ভাবক একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য, সাধারণত ২০ বছর, তার উদ্ভাবনকে বাণিজ্যিকভাবে অন্য কারোর ব্যবহার থেকে সংরক্ষিত রাখেন। একচেটিয়া স্বত্ব প্রদানের মাধ্যমে পেটেন্ট উদ্ভাবককে উৎসাহিত করে, তাদের সৃষ্টিশীলতার স্বীকৃতি দেয় এবং বিপণনযোগ্য উদ্ভাবনের জন্য বস্তুগত পুরস্কার প্রদান করে। এ জাতীয় উৎসাহ নতুন কিছু উদ্ভাবন অনুপ্রাণিত করে, যা আমাদের জীবনের চলমান মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে। একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে উদ্ভাবক অবশ্যই জনসাধারণের কাছে পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে থাকেন, যেন অন্যেরা নতুন এই জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা নিতে পারেন এবং এ প্রযুক্তির আরো উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হন। এ কারণে যে কোনো পেটেন্ট মঞ্জুর বিধিমালার প্রধান বিবেচনা হচ্ছে উদ্ভাবন সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ। পেটেন্ট পদ্ধতি এমন ভারসাম্যময় করে প্রণয়ন করা হয়েছে যেন উদ্ভাবক এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ এখানে সংরক্ষিত হয়।

সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তক ইসুকৃত পেটেন্ট বা পেটেন্ট মঞ্জুরীপত্র উদ্ভাবনটির বিষয়ে সরকারী স্বীকৃতি বহন করে। কোনো উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট পেতে হলে উদ্ভাবককে বা যে সংস্থায় তিনি কাজ করেন সে সংস্থাকে জাতীয় বা আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিসে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রে উদ্ভাবককে অবশ্যই তার উদ্ভাবন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে এবং এর নতুনত্ব প্রমাণে একই শাখায় বিদ্যমান পুরনো প্রযুক্তির সঙ্গে তুলনা করে দেখাতে হবে।

সব উদ্ভাবনই পেটেন্টযোগ্য নয়। পেটেন্ট পেতে হলে আইনগত ভাবে একটি উদ্ভাবনকে অবশ্যই কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে, যে শর্তগুলো পেটেন্ট আবশ্যকতা বা পেটেন্টযোগ্যতার শর্ত হিসেবে বিবেচিত। এগুলো হচ্ছে :

- শিল্পে ব্যবহারযোগ্যতা (উপযোগিতা): উদ্ভাবনটিকে অবশ্যই বাস্তবে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে অথবা কোন না কোন ভাবে শিল্প-কারখানায় ব্যবহারে সক্ষম হতে হবে।
- অভিনবত্ব (Novelty) : উদ্ভাবনটিতে অবশ্যই থাকবে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য, যা সংশ্লিষ্ট কারিগরী শাখায় বিদ্যমান জ্ঞানকাঠামোর অন্তর্ভূক্ত নয়।
- উদ্ভাবনী সোপান (অবসম্ভাবী নয়): এখানে এমন সব উদ্ভাবনী সোপান (Invention Steps) থাকবে যা সংশ্লিষ্ট কারিগরী শাখার সাধারন জ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষের কাছে অবসম্ভাবী রূপে প্রকাশিত নয় (Non-obvious)
- পেটেন্টযোগ্য বিষয়: উদ্ভাবনটিকে অবশ্যই প্রতিটি দেশের জাতীয় আইনে বর্ণিত পেটেন্টযোগ্য বিষয় হতে হবে। এটা এক এক দেশে এক এক রকম। অনেক দেশ পেটেন্টযোগ্য বিষয়াবলী থেকে কিছু বিষয়বস্তু বাইরে রাখে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, গাণিতিক পদ্ধতি, উদ্ভিদ বা পশুর জাত, প্রাকৃতিক বস্তু আবিষ্কার, চিকিৎসা সেবার পদ্ধতি (চিকিৎসা সামগ্রী ব্যতীত) এবং এমন কোনো উদ্ভাবন, যার বানিজ্যিক ব্যবহার, মূল্যবোধ, নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিহত করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

অভিনবত্ব এবং উদ্ভাবনী সোপান (অবসম্ভাবী না) শর্তগুলো অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট তারিখে থাকবে, সাধারণত যে তারিখে আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। এ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, এটা আবেদনকারীর অগ্রাধিকার অধিকার (রাইট অব প্রায়রিটি)-এর আওতাভুক্ত। শিল্প সম্পদ সুরক্ষায় প্যারিস কনভেনশনের মাধমে এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত। এই ব্যতিক্রম শুধুমাত্র প্যারিস কনভেনশনভুক্ত দেশে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্যারিস কনভেনশন-এর সদস্যভুক্ত একটি দেশে আবেদন দাখিলের পর আবেদনকারী বা তার উত্তরাধিকারী একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একই উদ্ভাবনের জন্য কনভেশনের সদস্যভুক্ত এক বা একাধিক দেশে সুরক্ষার আবেদন করলে প্রথম আবেদন দাখিলে তারিখটিই পরবর্তী আবেদন বা আবেদন সমূহ দাখিলের তারিখ হিসেবে গন্য করা হবে, একই বলে আবেদনকারীর অগ্রাধিকার (Right of priority)।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি কোনো উদ্ভাবক পেটেন্ট সুরক্ষার আবেদন জানিয়ে প্রথমে জাপানে আবেদনপত্র দাখিল করেন এবং পরবর্তী সময়ে সেই একই উদ্ভাবন বিষয়ে ফ্রান্সে দ্বিতীয় আরেকটি আবেদন করেন, তাহলে এটা বিবেচিত হবে যে, অবসম্ভাবী না হওয়ার শর্তটি জাপানে আবেদনপত্র জমা দেয়ার তারিখ থেকেই বিদ্যমান ছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে, আবেদনকারীর প্রথম

ও দ্বিতীয় আবেদনের মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোনো আবেদনকারী যদি একই উদ্ভাবন বিষয়ে কোনো আবেদন করে থাকেন তাহলে ফ্রান্সের আবেদনপত্রটির অগ্রাধিকার অধিকার বজায় থাকবে। তবে, দু'টি তারিখের মধ্যবর্তী সময় কখনও ১২ মাসের বেশি হবে না।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উদ্ভাবনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, ভাগ দু'টি হচ্ছে পণ্য সংক্রান্ত উদ্ভাবন এবং পদ্ধতি সংক্রান্ত উদ্ভাবন। নতুন একটি ধাতব সংমিশ্রণরূপ হচ্ছে পণ্য সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবন। অন্যদিকে জ্ঞাত বা নতুন কোনো ধাতব সংমিশ্রণ তৈরির পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন হচ্ছে পদ্ধতি সংক্রান্ত উদ্ভাবন। প্রথমক্ত পেটেন্টগুলোকে সাধারণভাবে বলা হয় পণ্য সংশ্লিষ্ট পেটেন্ট (প্রোডাক্ট পেটেন্ট) এবং দ্বিতীয়গুলোকে বলা হয় প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট পেটেন্ট (প্রসেস পেটেন্ট)।

পেটেন্ট যাকে মঞ্জুর করা হয় তাকে পেটেন্টটি বা পেটেন্ট মালিক বা পেটেন্ট ধারক বলা হয়ে থাকে। যখন কোনো দেশে একটি পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়, তখন কেউ যদি সে দেশে বাণিজ্যিকভাবে ঐ উদ্ভাবনটি ব্যবহার করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই পেটেন্ট মালিকের অনুমতি নিতে হবে। নীতিগতভাবে, পেটেন্ট মালিকের অনুমোদন ছাড়া পেটেন্টকৃত কোনো উদ্ভাবন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করলে সেটা অবৈধ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। একটি সীমিত সময়ের জন্য পেটেন্ট সুরক্ষিত রাখা হয়ে থাকে, সাধারণত ২০ বছর পর্যন্ত। পেটেন্টের মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষাও শেষ হয় এবং এ উদ্ভাবনটি তখন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। পেটেন্ট মালিক তার উদ্ভাবনার ওপর একচেটিয়া অধিকার হারান, অন্য যে কেউ এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করতে পারে।

পেটেন্টের মাধ্যমে প্রদত্ত অধিকারগুলো পেটেন্টের মধ্যে বর্ণিত থাকে না। এ অধিকারগুলো যে দেশে ঐ পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয় সে দেশের পেটেন্ট আইনে উল্লেখ থাকে। সাধারণত পেটেন্ট মালিকরা নিম্নরূপ একচেটিয়া অধিকার পায় :

- পণ্য সংশ্লিষ্ট পেটেন্টের ক্ষেত্রে, পেটেন্ট মালিকের অনুমোদন ছাড়া তৃতীয় কোন পক্ষের ঐ পণ্য তৈরি, ব্যবহার, বিক্রির প্রস্তাব, বিক্রি বা সব উদ্দেশ্যে আমদানি করা যেকোন বিরত রাখার অধিকার;

- প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট পেটেন্টের ক্ষেত্রে, পেটেন্ট মালিকের অনুমোদন ছাড়া তৃতীয় কোনো পক্ষের সেই পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রচেষ্টা রোধ করার অধিকার; এবং ঐ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া সরাসরি ব্যবহার করে যে পণ্য উৎপাদিত হয় তৃতীয় কোনো পক্ষের সেই পণ্য ব্যবহার, বিক্রির জন্য প্রস্তাব, বিক্রি বা এই উদ্দেশ্যে আমদানি রোধ করার অধিকার।

পেটেন্ট মালিককে তার নিজের উদ্ভাবন নিজ স্বার্থে ব্যবহারের বিধিবদ্ধ অধিকার প্রদান করা হয় না, বরং তিনি যে অধিকার লাভ করেন সেটা হচ্ছে অন্যর দ্বারা পেটেন্টটির বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার প্রতিহত করার অধিকার। তিনি পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে উপনীত কোনো চুক্তির মাধ্যমে অন্য পক্ষকে সেই উদ্ভাবনটি ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারেন বা লাইসেন্স মঞ্জুর করতে পারেন। পেটেন্ট মালিক তার নিজের অধিকারও অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারেন, যার কাছে বিক্রি করা হবে তিনি হবেন ঐ পেটেন্টের নতুন মালিক।

পেটেন্টকৃত একটি উদ্ভাবন পেটেন্ট মালিকের অনুমোদন ছাড়া আইনত ব্যবহার করা যায় না– এই নীতিরও ব্যতিক্রম রয়েছে। এ জাতীয় ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে পেটেন্ট মালিকের

বৈধ স্বার্থ এবং জনগণের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়। পেটেন্ট আইনে এমন কিছু ধারা থাকতে পারে যার ভিত্তির পেটেন্টকৃত কোন উদ্ভাবন পেটেন্ট মালিকের অনুমোদন ছাড়াই জনস্বার্থে সরকার ব্যবহার করতে পারেন বা সরকারের পক্ষে অথবা একটি বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের ভিত্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাধ্যতামূলক লাইসেন্স (কমপালসরি লাইসেন্স) হচ্ছে পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন ব্যবহারে সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অনুমোদন। আইনে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই কেবল এটা ইস্যু করা হয় এবং এই অনুমোদন কেবল তখনই দেয়া হয় যখন পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারে ইচ্ছা পোষনকারী পেটেন্ট মালিকের অনুমোদন জোগাড় করতে ব্যর্থ হন। বাধ্যতামূলক লাইসেন্স অনুমোদনের শর্তগুলো পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। বাধ্যতামূলক লাইসেন্স অনুমোদনের সিদ্ধান্তে অবশ্যই পেটেন্ট মালিককে উপযুক্ত পারিতোষিক দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ জাতীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলও হতে পারে।

ইউটিলিটি মডেল

যদিও পেটেন্টের মত ইউটিলিটি মডেল এতটা বিস্তৃত নয়, তবু উদ্ভাবন সুরক্ষায় এটাও ব্যবহার করা হয়।

৩০টির বেশি দেশের জাতীয় আইনে ইউটিলিটি মডেলের উল্লেখ রয়েছে। একইসাথে আফ্রিকান আঞ্চলিক শিল্প সম্পদ সংস্থা (ARIPO) এবং আফ্রিকান মেধা সম্পদ সংস্থা (Organization africaine de la propriete intellectuelle)- নামক আঞ্চলিক চুক্তিতেও এর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, কিছু দেশ, যেমন অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়া, উদ্ভাবন পেটেন্ট (ইনোভেশন পেটেন্টস) বা ইউটিলিটি ইনোভেশনস নামে সুরক্ষার অধিকার প্রদান করে, যেটা অনেকটা ইউটিলিটি মডেলের অনুরূপ। হংকং, আয়ারল্যান্ড এবং স্লোভেনিয়ার মত কিছু দেশে রয়েছে স্বল্পমেয়াদী পেটেন্ট ব্যবস্থা, যা ইউটিলিটি মডেলের সমপর্যায়ের।

'ইউটিলিটি মডেল' মূলত একটি নাম, নির্দিষ্ট কিছু উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এটা সুরক্ষা প্রদানের অধিকার প্রদান করে, যেমন, যন্ত্র সংক্রান্ত শাখার কোনো উদ্ভাবন। কারিগরীভাবে কম জটিল উদ্ভাবন বা যেসব উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বাণিজ্যিক মেয়াদ থাকে সেগুলোর জন্যই সাধারণত ইউটিলিটি মডেলের অনুমোদন চাওয়া হয়। ইউটিলিটি মডেলের জন্য সুরক্ষা অর্জনের কার্যবিধি বা আনুষ্ঠানিকতা সাধারণত সংক্ষিপ্ত এবং পেটেন্ট লাভের চেয়েও সহজ। যেসব দেশ ও অঞ্চলে ইউটিলিটি মডেল ব্যবস্থা রয়েছে সেসব দেশ ও অঞ্চলের এ সংশ্লিষ্ট আইনের মধ্যে বস্তুগত ও কার্যবিধিগত দিকে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, পেটেন্ট থেকে ইউটিলিটি মডেলের যেসব ভিন্নতা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে :

- একটি ইউটিলিটি মডেল অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব আবশ্যকতা থাকে তা পেটেন্ট লাভের মত অতটা কঠিন নয়। 'অভিনবত্ব' (Novelty) অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু উদ্ভাবনী সোপান (Invention Steps) বা অবসম্ভাবী (Non-obviousness) শর্ত পেটেন্ট এর জন্য অবশ্যই পূরণ করতে হবে, ইউটিলিটি মডেলের ক্ষেত্রে শর্তটি শিথিল করা হয়েছে, পূরণ না করলেও চলে বা সামান্য পরিমাণ থাকলেও কাজ হয়। বাস্তবে, ইউটিলিটি মডেলের সুরক্ষা চাওয়া হয় ঐ সব উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যেগুলো সংযোজন ধরনের, যেগুলো পেটেন্টযোগ্যতার শর্ত পূরণ নাও করতে পারে।

- আইন অনুযায়ী একটি ইউটিলিটি মডেল সুরক্ষার সর্বোচ্চ মেয়াদ সাধারণত পেটেন্ট সুরক্ষার সর্বোচ্চ মেয়াদের চেয়ে কম (সাধারণত ৭ থেকে ১০ বছর)।

- এ অধিকার অর্জন ও বজায় রাখার জন্য যে ফি'র প্রয়োজন হয় তা পেটেন্টের চেয়েও কম।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন (শিল্প নকশা)

সাধারণ অর্থে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন হচ্ছে প্রয়োজনীয় একটি বস্তুর শোভাবর্ধক বা নান্দনিক দিক। নান্দনিক দিক বস্তুর আকৃতি, প্যাটার্ন বা রঙের ওপর নির্ভর করে। ডিজাইনে অবশ্যই বাহ্যিক আবেদন থাকতে হবে এবং এই ডিজাইনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যটি অবশ্যই সন্তোষজনকভাবে পূরণ করতে হবে। তাছাড়া, যান্ত্রিক উপায়ে এই ডিজাইন অবশ্যই পুনরুৎপাদনযোগ্য হতে হবে; এটি ডিজাইনের অত্যাবশ্যকীয় উদ্দেশ্য এবং এ কারণেই এ ডিজাইনকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা শিল্পসংক্রান্ত বলে অভিহিত করা হয়।

আইনের দৃষ্টিতে অনেক দেশেই ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি অধিকার সৃষ্টি হয়, আর তা হল ডিজাইন আরোপের ফলে সৃষ্ট পণ্যের মৌলিক নান্দনিক ও নন ফাংশানাল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষনের অধিকার।

এক পণ্য থেকে আরেকটি পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের যে আগ্রহ তার অন্যতম প্রধান কারণগুলোর একটি হচ্ছে বাহ্যিক আবেদন। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি কোন পণ্যের কারিগরী কার্যকারিতা সমমানের থাকে, ভোক্তাদের সিদ্ধান্ত তখন নির্ভর করে পণ্যের দাম ও নান্দনিক আবেদনের ওপর। সুতরাং উৎপাদকারী প্রতিষ্ঠান তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধনের মাধ্যমে এমন একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক উপাদান সুরক্ষা করে যার উপর নির্ভর করে তাদের বাজার সাফল্য।

আইনি সুরক্ষা উদ্ভাবককে তার নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের জন্য পুরস্কৃত করে এবং নতুন ডিজাইন তৈরির কার্যক্রমে সম্পদ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সুরক্ষার একটি মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে কোনো উৎপাদনকর্মের ডিজাইন উপাদানকে উদ্দীপিত করা। এ কারণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন সাধারণত ঐ ডিজাইনগুলোকে সুরক্ষা দেয় যেগুলো শিল্পে ব্যবহার করা যাবে বা বিশাল পরিমাণে

উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এবং কপিরাইটের মধ্যে প্রধান পার্থক্যই হচ্ছে উপযোগিতার এই শর্তটি, কপিরাইট কেবলমাত্র নান্দনিক সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন যদি নতুন বা মৌলিক হয়ে থাকে তাহলে এটা সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে। একটি ডিজাইন নতুন বা মৌলিক বলে বিবেচিত হবে না, যদি সেটা পরিচিত ডিজাইন বা সেগুলোর সংমিশ্রণ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা না হয়।

শুধুমাত্র বস্তুর কার্য সম্পাদন নির্দেশকারী ডিজাইনকে অধিকাংশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইনে সুরক্ষার বাইরে রাখা হয়েছে। একাধিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এমন কোনো বস্তুর ডিজাইন, যেমন স্ক্রু, যদি কেবলমাত্র তার কাজ সম্পাদনের ধরণের মাধ্যমেই নির্দেশিত হয়, যে কাজটি স্ক্রু সম্পাদন করে, তাহলে সেই ডিজাইনকে সুরক্ষা প্রদানের অর্থ হচ্ছে অন্যান্য সব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সেই পণ্য আর উৎপাদন করতে পারবে না। এ ধরনের ডিজাইন এ যদি পেটেন্ট লাভের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিকত্ব বা অভিনবত্ব না থাকে তা হলে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে অপরকে বাধা প্রদান বৈধ হবে না।

অন্য অর্থে, আইনগত সুরক্ষা কেবল ঐ ডিজাইনগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো কোনো বস্তু বা পণ্যে শুধু ডিজাইন হিসেবে প্রয়োগ করা হয় বা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সুরক্ষা অন্যান্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে একই পণ্য বা বস্তু উৎপাদন থেকে বিরত রাখে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ পণ্য বা বস্তুগুলোতে সুরক্ষিত ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত হয় বা সুরক্ষিত ডিজাইনের পণ্য পুনরুৎপাদিত হয়।

শিল্পপণ্যে নিবন্ধিত ডিজাইনের অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন সুরক্ষা দেয়। ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন মালিককে ঐ ডিজাইনের পণ্য বা ঐ ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত পণ্য উৎপাদন, আমদানি, বিক্রি, ভাড়া বা বিক্রির প্রস্তাবের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন অধিকারের মেয়াদ এক এক দেশে এক এক রকম। সর্বোচ্চ মেয়াদ সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর। এই মেয়াদ কখনও কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকে এবং মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মালিককে নিবন্ধন নবায়ন করতে হয়। ফ্যাশন সংশ্লিষ্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক স্বল্প মেয়াদ সুরক্ষা প্রদান করা হয়, এসব ডিজাইনের গ্রহণযোগ্যতা ও সাফল্যও ক্ষণস্থায়ী হয়, অত্যন্ত ফ্যাশন সচেতন ক্ষেত্র হিসেবে পোশাক ও জুতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বিষয়ে মেধা সম্পদ

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের নকশা-চিত্র (লেআউট ডিজাইন) বা টপোগ্রাফির ক্ষেত্রে কি ধরনের সুরক্ষা প্রদান করা হবে সে প্রশ্নটি তুলনামূলক নতুন। যদিও ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটের পূর্ব সংযোজিত উপাদান দীর্ঘদিন ধরে ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি (যেমন রেডিও) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি উপাদানে অসংখ্য ইলেক্ট্রিক্যাল ফাংশনের ব্যাপক ভিত্তিক সমন্বয় সম্ভব হয়েছে সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির অসামান্য অগ্রগতির কল্যাণে। অত্যন্ত নিখুঁত পরিকল্পনা বা নকশা-চিত্রের ভিত্তিতে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরি করা হয়।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের নকশা-চিত্র হচ্ছে মানুষের চিন্তাজাত সৃষ্টি। এগুলো বিশেষায়িত জ্ঞান ও আর্থিক সম্পদের বিশাল বিনিয়োগের ফল। এখন নতুন নতুন নকশা-চিত্র তৈরির ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখা দিচ্ছে যেটা বিদ্যমান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের আকার ছোট করবে এবং একইসঙ্গে সেগুলোর কার্যক্ষমতাও বাড়াবে। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট যত ছোট হবে, এটা তৈরি করতে তত কম উপাদান প্রয়োজন হবে, এবং এগুলো স্থাপনের জন্য ততটা ছোট জায়গা দরকার পড়বে। বিভিন্ন ধরনের পণ্যে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহৃত হয়, প্রতিদিনকার ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি যেমন ঘড়ি, টেলিভিশন,ওয়াশিং মেশিন ও গাড়ির পাশাপাশি কম্পিউটার ও সার্ভারে।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের ক্ষেত্রে একটি নতুন নকশা-চিত্র তৈরির জন্য বিশাল বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, তবে এ খরচের ভগ্নাংশ দিয়ে এ জাতীয় নকশা-চিত্রের কপি বা অনুলিপি তৈরি করা সম্ভব। একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের প্রতিটি স্তরের আলোকচিত্র তুলে এবং সে অনুযায়ী সার্কিট নির্মাণের জন্য ছাঁচ তৈরি করে কপি করার কাজটি করা যায়। কেন নকশা-চিত্র সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন তার কারণ হচ্ছে এ জাতীয় নকশা-চিত্র তৈরির বিশাল খরচ এবং নকল করার তুলনামূলক সহজ পদ্ধতি।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন অনুমোদনের যে আইন সে আইনে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের নকশা-চিত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন হিসেবে বিবেচিত হয় না। এর কারণ হচ্ছে এগুলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের বাহ্যিক চেহারা নিরূপণ করে না, কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের অভ্যন্তরস্থ ইলেক্ট্রনিক ফাংশনসহ প্রতিটি উপাদানের বাস্তব অবস্থান নিরূপন করে। এছাড়া, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের নকশা-চিত্র সাধারণত পেটেন্টযোগ্য উদ্ভাবন নয়, কারণ এ জাতীয় সৃষ্টিকর্ম সাধারণত 'উদ্ভাবনী সোপান সংশ্লিষ্ট এই শর্তটি পূরণ করে না, যদিও এ কাজটি করতে একজন বিশেষজ্ঞের প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়। তাছাড়া, জাতীয় আইনে যদি নকশা-চিত্র কপিরাইট করার সুযোগ না থাকে তাহলে কপিরাইট সুরক্ষাও প্রয়োগ করা যাবে না।

নকশা-চিত্র সুরক্ষাকে ঘিরে যে অনিশ্চয়তা তার পরিপ্রেক্ষিতে WIPO'র পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৯ সালের ২৬ মে গৃহীত হয় ট্রিটি অন ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ইন রেসপেক্ট অব ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বিষয়ে মেধা সম্পদ চুক্তি। এ চুক্তি এখনও কার্যকর হয়নি, কিন্তু এর ধারাগুলো রেফারেন্স হিসেবে অনেকাংশে একীভূত করা হয়েছে এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্ট অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস (TRIPS) বা মেধা সম্পদ অধিকারের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর চুক্তি-তে, ১৯৯৪ সালে এ চুক্তিটি গৃহীত হয়।

ট্রেডমার্ক

ট্রেডমার্ক একটি চিহ্ন বা প্রতীক, বা প্রতীকের মিশ্রণ, যা এক প্রতিষ্ঠানের পণ্য থেকে আরেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা আলাদা করে।

এ জাতীয় প্রতীকগুলো হতে পারে শব্দ, বর্ণ, সংখ্যা, ছবি, আকৃতি এবং রঙ বা এগুলোর যে কোনো সংমিশ্রণ। অনেক দেশই কম প্রথাগত ধাঁচের ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের অনুমতি দেয়, যেমন ত্রিমাত্রিক প্রতীক (কোকা-কোলার বোতল বা টবলেরন চকোলেট বার), শ্রবণযোগ্য প্রতীক (শব্দ, যেমন MGM প্রযোজিত চলচ্চিত্র শুরুর প্রথমে সিংহের গর্জন), ঘ্রাণ প্রতীক (গন্ধ, যেমন সুগন্ধি)। কিন্তু অধিকাংশ দেশে ট্রেডমার্ক হিসেবে কি কি নিবন্ধন করা যাবে তা নির্দিষ্ট করা আছে, সাধারণত যেগুলো দেখা যায় বা গ্রাফিকের মাধ্যমে প্রদর্শন করা যায় তেমনি প্রতীকই ট্রেডমার্ক হিসাবে বিবেচিত হয়।

ট্রেডমার্ক একটি প্রতীক যা পণ্যে ব্যবহার করা হয় বা পণ্য বাজারজাত সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহার করা যায়। কেবল পণ্যের গায়েই ট্রেডমার্ক দেখা যায় না, যে পাত্র বা মোড়কের মধ্যে ঐ পণ্য বিক্রি হয় সেখানেও এটা দেখা যায়। পণ্য বাজারজাত সংশ্লিষ্ট কাজে যখন এটা ব্যবহার করা হয় তখন এই প্রতীকটি বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত হতে পারে, উদাহরণ হিসেবে সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে, অথবা যেসব দোকানে ঐ পণ্য বিক্রি হয় সে দোকানগুলোর কাঁচের জানালায়।

পণ্য বা সেবার বাণিজ্যিক উৎস শনাক্তকারী ট্রেডমার্কের পাশাপাশি আরো কয়েক শ্রেণীর মার্ক বা চিহ্নের অস্তিত্ব রয়েছে। **কালেক্টিভ মার্ক** হচ্ছে একটি সংঘ বা সমিতির মার্কা, যেমন হিসাবরক্ষক অথবা প্রকৌশলীদের সমিতির সদস্যরা নিজেদের চিহ্নিত করতে সমিতি নির্ধারিত মান ও মানদন্ডসহ ঐ মার্কা ব্যবহার করে। সার্টিফিকেশন মার্ক, যেমন উলমার্ক, পূর্ব-নির্ধারিত মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই কেবল এ মার্ক প্রদান করা হয়, কিন্তু এর সদস্যপদ সীমাবদ্ধ নয়। সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা হয় সেটাকে **সার্ভিস মার্ক** বলে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, এয়ারলাইন, ট্যুরিস্ট কোম্পানি, কার-রেন্টাল কোম্পানি, লন্ড্রি ও ক্লিনার্স কোম্পানি সাধারণত সার্ভিস মার্ক ব্যবহার করে। ট্রেডমার্ক সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তা সার্ভিস মার্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ব্যাপক অর্থে, একটি ট্রেডমার্ক মূলত চার ধরনের কাজ করে। এগুলো হচ্ছে মার্কযুক্ত পণ্য বা সেবাকে পৃথক করা, সেগুলোর বাণিজ্যিক উৎস প্রকাশ করা, সেগুলোর মান ঘোষনা করা ও সেগুলোর বাজারের প্রসার ঘটান।

- এক উদ্যোক্তার পণ্য বা সেবাকে অন্য উদ্যোক্তার পণ্য বা সেবা থেকে আলাদা করতে ট্রেডমার্ক কাজ করে। নির্দিষ্ট পণ্য কেনা বা নির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করার সিদ্ধান্তে ভোক্তাদের সহায়তা করে ট্রেডমার্ক। ট্রেডমার্ক ভোক্তাকে সেই পণ্য বা সেবা শনাক্ত করতে সাহায্য করে যে পণ্য বা সেবা তার কাছে ইতিমধ্যেই পরিচিত বা যেটা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। যে পণ্য বা সেবাতে একটি মার্কা ব্যবহার করা হয়েছে সেই পণ্য বা সেবার ভিত্তিতেই একটি মার্কার স্বাতন্ত্র্যমূলক চরিত্র মূল্যায়িত হয়। যেমন, 'অ্যাপল' শব্দটি বা একটি আপেলের ছবি কোন অ্যাপলকে শনাক্ত করে না, কিন্তু এটা কম্পিউটার পণ্যের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্রমূলক। ট্রেডমার্ক কেবল এ ধরনের পণ্য বা সেবাকেই চিহ্নিত করে না, যে প্রতিষ্ঠান থেকে সেই পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পণ্য বা সেবার সম্পর্কের ভিত্তিও পণ্য বা সেবাকে চিহ্নিত করে।

- যে প্রতিষ্ঠান বাজারে সেবা বা পণ্য ছাড়ছে, যা ভোক্তাদের কাছে খুব বেশি পরিচিত নাও হতে পারে, তেমন প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে ট্রেডমার্ক। এভাবে ট্রেডমার্ক এক উৎসের পণ্য বা সেবা থেকে অন্য উৎসের হুবহু এক বা একই ধরণের পণ্যকে আলাদা করে। ট্রেডমার্কের সুরক্ষা সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে ট্রেডমার্কের এই কার্যক্রমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- ট্রেডমার্ক একটি পণ্য বা সেবার মান নির্দেশ করে, ফলে ভোক্তারা ট্রেডমার্কযুক্ত ঐ পণ্যের বা সেবার গুণাগুণের ওপর আস্থা রাখতে পারে। ট্রেডমার্কের এই কাজটি সাধারণভাবে গ্যারান্টি ফাংশন নামে পরিচিত। একটি প্রতিষ্ঠানই কেবল একটি ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে না, ট্রেডমার্ক মালিক অন্য প্রতিষ্ঠানকেও তার ট্রেডমার্ক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে পারেন বা লাইসেন্স ইস্যু করতে পারেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, লাইসেন্স গ্রহীতা ট্রেডমার্ক এর মালিক প্রতিষ্ঠিত গুণাগুণ বজায় রাখবে। তাছাড়া, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো এমন অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে যে পণ্যগুলো তারা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে। এ ক্ষেত্রে, ট্রেডমার্ক মালিক সেই পণ্যগুলো উৎপাদনের জন্য দায়ী নয়, কিন্তু তার নিজের প্রয়োজন ও মান মেটাবে এমন উৎপাদনকারীই পণ্য গুলি তার নির্বাচন করা উচিৎ হবে। এটাও তার জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ যুক্তিটি বাস্তব সম্মত, কারণ হচ্ছে, যেসব ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক মালিক একটি নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারী সেসব ক্ষেত্রেও সে এমন কিছু যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে যেগুলো সে উৎপাদন করে না, কিন্তু সেগুলো সে নির্বাচন করে, তার প্রয়োজন ও পন্যের গুণাগুণের বিষয়টি বিবেচনায় এনেই সে এ নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করে।

- পণ্য বা সেবা বাজারজাত ও বিক্রি সম্প্রসারনে ট্রেডমার্ক কাজ করে। একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি বা একটি নির্দিষ্ট মান শনাক্ত করতেই কেবল ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা হয় না, পণ্য বা সেবার বিক্রি বাড়াতেও এটা কাজ করে। এই কাজটি যে ট্রেডমার্ক সম্পাদন করবে সেই ট্রেডমার্কটি অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করতে হবে। এটা অবশ্যই ভোক্তার কাছে আবেদন সৃষ্টি করবে, তাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করবে এবং আস্থা অর্জনে সহায়ক হবে। এ কারণে ট্রেডমার্কের এ কাজটিকে কখনও কখনও বলা হয় আবেদনময় কাজ (*আপিল ফাংশন*)।

নিবন্ধিত একটি ট্রেডমার্ক মালিকের সেই মার্কার ওপর একচেটিয়া অধিকার থাকে। এ অধিকারবলে তিনি একচেটিয়াভাবে সেই মার্ক ব্যবহার করতে পারেন এবং ভোক্তা বা সাধারণ মানুষ যাতে প্রতারিত না হয় সে লক্ষে তৃতীয় কোনো পক্ষকে একই মার্ক, অথবা বিভ্রান্তিকর ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো মার্ক ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারেন। দেশভেদে মার্ক সুরক্ষার মেয়াদে হেরফের হতে পারে, তবে নির্ধারিত ফি প্রদান করে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি ট্রেডমার্ক নবায়ন করা যেতে পারে। ট্রেডমার্ক সুরক্ষা কার্যকর করে আদালত, অধিকাংশ দেশে আদালতই ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন প্রতিরোধ করার কর্তৃত্ব সংরক্ষন করেন।

ব্যবসায়িক নাম (ট্রেড নেম)

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টির অন্য একটি শ্রেণীর আওতাভুক্ত হচ্ছে বাণিজ্যিক নাম ও পদবি। বাণিজ্যিক নাম বা ব্যবসায়িক নাম বা পদবি একটি প্রতিষ্ঠানকে শনাক্ত করে। অধিকাংশ দেশেই, সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবসায়িক নাম নিবন্ধন করা যায়। তবে, শিল্প সম্পদ সুরক্ষায় প্যারিস কনভেনশনের ৮ নং আর্টিকালে বলা রয়েছে যে, নিবন্ধন বা নিবন্ধনের আবেদন দাখিল ছাড়াই একটি ব্যবসায়িক নাম সুরক্ষা করতে হবে, তা সেই নাম তার ট্রেডমার্কের অংশ হোক বা না হোক। সুরক্ষার অর্থ হচ্ছে কোনো একটি সংস্থার ব্যবসায়িক নাম অন্য কোন সংস্থা তার ব্যবসায়িক নাম বা ট্রেডমার্ক বা সার্ভিস মার্ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না; এমন কি ঐ ব্যবসায়িক নামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নাম বা পদবি, যদি তা জনগণকে বিভ্রান্ত করে বা ধোকা দেয় তবে তাও, অন্য কোনো সংস্থা ব্যবহার করতে পারবে না।

ভৌগোলিক পরিচিতি

ভৌগোলিক পরিচিতি (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) হচ্ছে পণ্যে ব্যবহৃত একটি চিহ্ন বা প্রতীক যা পণ্যটির একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক উৎস এবং ভৌগোলিক উৎসজনিত নির্দিষ্ট গুণমান বা সুনাম ব্যাক্ত করে।

কৃষিজাত পণ্য সাধারণত যে স্থানে উৎপাদিত হয় সেখানকার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, বিশেষ করে জলবায়ু ও মাটির মত স্থানীয় ভৌগোলিক উপাদানের মাধ্যমে এসব পণ্য প্রভাবিত হয়। একটি চিহ্ন বা প্রতীক পরিচিতি হিসেবে কাজ করবে কি করবে না তা নির্ভর করে জাতীয় আইন ও ভোক্তাদের উপলব্ধির ওপর। অনেক ধরনের কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিচিতি ব্যবহার করা যেতে পারে,যেমন ইতালির নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপাদিত অলিভ ওয়েলের ক্ষেত্রে 'তাসকেনি', অথবা ফ্রান্সের রোকর্সেটি অঞ্চলে উৎপাদিত পনিরের ক্ষেত্রে 'রোকফোর্ট'।

শুধুমাত্র কৃষিজাত পণ্যের মধ্যেই ভৌগোলিক পরিচিতির ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি পণ্যের বিশেষ গুণাগুণের ওপর গুরুত্ব দিতে পারে যা অর্জিত হয় পণ্যটির উৎস ভূমির মানুষের কল্যাণে, যেমন ঐ অঞ্চলের বিশেষ উৎপাদন দক্ষতা ও ঐতিহ্যের ওপর। পণ্যের উৎস অঞ্চলটি হতে পারে একটি গ্রাম বা শহর, একটি অঞ্চল বা দেশ। উদাহরণ হিসেবে 'সুইজারল্যান্ড' বা 'সুইস' এর কথা বলা যায়, এটি কে ব্যাপকভাবে সুইজারল্যান্ডে তৈরি পণ্য হিসেবে, বিশেষ করে ঘড়ির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিচিতি হিসাবে দেখা হয়।

পণ্যের উৎস পদবি বা খেতাব (**অ্যাপালেশন অব অরিজিন**) বিশেষ এক ধরনের ভৌগোলিক পরিচিতি, যা একটি পণ্যে ব্যবহৃত হয় এবং ঐ পণ্যে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা কেবল মাত্র যে ভৌগোলিক আবহাওয়ায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় তার কারণেই পণ্যটি সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ অর্জন করে। ভৌগোলিক পরিচিতির ধারনাটি উৎস পদবীর অন্তভূক্ত উদাহরন স্বরূপ "উৎস পদবি ও সেগুলোর আন্তর্জাতিক নিবন্ধন বিষয়ক লিসবন চুক্তির (লিসবন এগ্রিমেন্ট ফর দা প্রটেকশন অব অ্যাপালেশন অব অরিজিনস অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন)" অধিভুক্ত দেশে উৎসের পদবি সুরক্ষিত, এগুলোর মধ্যে রয়েছে কিউবার হাভানা অঞ্চলে উৎপাদিত তামাকের ক্ষেত্রে 'হাভানা', বা মেক্সিকো নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপাদিত স্পিরিটের ক্ষেত্রে 'টাকিলা'।

জাতীয় আইন ও অন্যান্য আইনের মাধ্যমে ভৌগোলিক পরিচিতি সুরক্ষিত রাখা যায়। এ আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আইন, ভোক্তা অধিকার আইন, সার্টিফিকেশন মার্ক সংরক্ষণের আইন অথবা ভৌগোলিক পরিচিতি বা উৎস পদবি সুরক্ষিত রাখার জন্য বিশেষ আইন। প্রকৃত পক্ষে অননুমোদিত কাউকে ভৌগলিক পরিচিতিকে এমনভাবে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া যাবে না যাতে পণ্যটির মূল উৎস সম্পর্কে জনসাধ্য করে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার অবকাশ থাকে। অননুমোদিত ব্যবহার প্রতিরোধে আদালতের প্রদত্ত আদেশে মধ্যে থাকে অনুমোদিত ব্যবহার বন্ধের জন্য ইনজাংশন (নিষেধাজ্ঞা), ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা বা গুরুতর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আটকাদেশ।

অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা

শিল্প সম্পদ সুরক্ষার প্যারিস কনভেনশনের আর্টিকাল ১০bis -এর অধীনে এ চুক্তির সদস্য দেশগুলোতে অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টিকে সুরক্ষা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ আর্টিকালটি শিল্প বা বাণিজ্যে সৎ রীতির পরিপন্থী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রণীত হয়েছে। প্যারিস কনভেনশন অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি বিষয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলোই অসাধু প্রতিযোগিতামূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় :

- কোনো প্রতিযোগীর প্রতিষ্ঠান, পণ্য বা শিল্প বা বাণিজ্যিক কাজের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এ জাতীয় সব কাজ;
- কোনো প্রতিযোগীর প্রতিষ্ঠান পণ্য বা শিল্প বা বাণিজ্যিক কাজকে হেয় করে মিথ্যা অভিযোগ আনা;
- ইঙ্গিত বা অভিযোগ, যার ব্যবহার বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা হচ্ছে পেটেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, ভৌগোলিক পরিচিতি সুরক্ষার পরিপূরক। জ্ঞান, প্রযুক্তি বা তথ্য যা পেটেন্টের মাধ্যমে সুরক্ষিত হয়নি কিন্তু পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হতে পারে, এ ধরনের বিষয়গুলো সুরক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

WIPO'র ভূমিকা

বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন- WIPO) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। মেধা সম্পদের মালিক ও স্রষ্টাদের অধিকার যেন যথাযথভাবে বিশ্বব্যাপী সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করার কাজে সহায়তা করে এ সংস্থাটি, আর এভাবেই উদ্ভাবক ও লেখক তাদের উদ্ভাবন কুশলতার জন্য স্বীকৃত ও পুরস্কৃত হন।

জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে WIPO মেধা সম্পদ অধিকার রক্ষায় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং সমন্বয়ের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করছে। অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে শত বছরের পুরনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ তাদের পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক এবং কপিরাইট আইন ও পদ্ধতি উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে। গত দশকে সংঘটিত বাণিজ্যের দ্রুত বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল রেখে চুক্তি সমঝোতা, আইনি ও কারিগরী সহায়তা এবং মেধা সম্পদ অধিকার কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে WIPO এই নতুন পদ্ধতি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, উৎস পদবি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের ক্ষেত্রে WIPO একটি **আন্তর্জাতিক নিবন্ধন পদ্ধতি** চালু করেছে। একই সঙ্গে বিশ্বের অনেক দেশে মেধা সম্পদ সুরক্ষায় এ পদ্ধতি গোটা প্রক্রিয়াকে সহজতর করে দিয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশের জাতীয় অফিসে আবেদন করার পরিবর্তে এই পদ্ধতি আবেদনকারীকে একটি ভাষায়, একটি আবেদন পত্রের ফি প্রদান সহকারে একটি মাত্র আবেদন দাখিলের সুবিধা প্রদান করে। আন্তর্জাতিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে WIPO পরিচালিত পদ্ধতির মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষার ক্ষেত্রে চারটি ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে :

- একাধিক দেশে পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে পেটেন্ট সহযোগিতা চুক্তি [পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিটি (PCT)];
- ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক-এর আন্তর্জাতিক নিবন্ধনের জন্য মাদ্রিদ সিস্টেম;
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আন্তর্জাতিকভাবে দাখিলের জন্য হেগ সিস্টেম;
- উৎস পদবি (অ্যাপালেশন অব অরিজিন) আন্তর্জাতিক নিবন্ধনের জন্য লিসবন সিস্টেম:

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি পেটেন্ট বা ট্রেডমার্ক বা ডিজাইন নিবন্ধনের আবেদনের ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হয় যে, উদ্ভাবনটি অভিনব বা নতুন অথবা অন্য কেউ এর মালিকানা দাবি করছে না। এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে গেলে প্রচুর তথ্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে। WIPO উল্লিখিত চারটি চুক্তির আওতায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টির বিভিন্ন শাখার প্রয়োজনীয় তথ্যের শ্রেণীভুক্ত সন্নিবেশ (Classifiation System) ঘটানো হয়েছে। বর্ণানুক্রমিক সূচির মাধ্যমে তথ্যসমূহ এমনভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যে সহজেই যে কোন তথ্য সন্ধান ও সংগ্রহ করা সম্ভব। তথ্যসমূহ নিম্নোক্ত শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী সন্নিবেশিত।

- আন্তর্জাতিক পেটেন্ট শ্রেণীভুক্তকরণ বিষয়ক স্ট্রাসবার্গ চুক্তি (স্ট্রাসবার্গ এগ্রিমেন্ট কনসার্নিং দা ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট ক্লাসিফিকেশন)
- মার্ক নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক শ্রেণীভুক্তকরণ বিষয়ক নিস এগ্রিমেন্ট (নিস এগ্রিমেন্ট কনসার্নিং দা ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ফর দা পারপাস অব দা রেজিস্ট্রেশন অব মার্কস)
- মার্কের আলঙ্কারিক উপাদানের আন্তর্জাতিক শ্রেণীভুক্তকরণ বিষয়ক ভিয়েনা চুক্তি (ভিয়েনা এগ্রিমেন্ট এস্টাবলিশিং অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব দা ফিগারেটিভ এলিমেন্টস অব মার্কস)
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের আন্তর্জাতিক শ্রেণীভুক্তকরণ বিষয়ক লকারনো চুক্তি (লকারনো এগ্রিমেন্ট এস্টাবলিশিং অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনস)।

WIPO'র সালিশ-নিষ্পত্তি ও মধ্যস্থতা কেন্দ্র **(আরবিট্রেশন অ্যান্ড মেডিয়েশন সেন্টার)** রয়েছে, বিভিন্ন বেসরকারি পক্ষের মধ্যে মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিজনিত সেবা প্রদান করে এ কেন্দ্র। এর মধ্যে রয়েছে চুক্তি সংশ্লিষ্ট বিরোধ (যেমন পেটেন্ট এবং সফটওয়্যার লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক সহ-অবস্থান চুক্তি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন চুক্তি) এবং চুক্তির বর্হিভূত বিরোধ (যেমন পেটেন্ট লঙ্ঘন)।

প্রতারণামূলক নিবন্ধন ও ইন্টারনেট ডমেইন নেম ব্যবহার জনিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে WIPO'র এই কেন্দ্র প্রধান সারির বিরোধ নিষ্পত্তিমূলক সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত হয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষা
দলিল এবং WIPO পরিচালিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ

সুরক্ষার দলিল	কি সুরক্ষা দেয়	সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন
পেটেন্ট এবং ইউটিলিটি মডেল	উদ্ভাবন	প্যারিস কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি (১৮৮৩) পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিটি (১৯৭০) বুদাপেস্ট ট্রিটি অন দা ইন্টারন্যাশনাল রেকগনিশন অব দা ডিপোজিট অব মাইক্রোঅর্গানিজমস ফর দা পারপাজেজ অব পেটেন্ট প্রসিজার (১৯৭৭) স্ট্রাসবার্গ এগ্রিমেন্ট কনসার্নিং দা ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট ক্লাসিফিকেশন (১৯৭১) পেটেন্ট 'ল ট্রিটি (২০০০)
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন (শিল্প নকশা)	স্বতন্ত্রভাবে তৈরি নতুন বা মৌলিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন	হেগ এগ্রিমেন্ট কনসার্নিং দা ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনস (১৯৩৪) লকারনো এগ্রিমেন্ট কনসার্নিং এস্টাবলিশিং অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনস (১৯৬৮)

সুরক্ষার দলিল	কি সুরক্ষা দেয়	সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন
ট্রেডমার্ক, সার্টিফিকেশন মার্ক এবং কালেক্টিভ মার্ক	চিহ্ন এবং প্রতীক শনাক্তকরণ	মাদ্রিদ এগ্রিমেন্ট কনসার্নিং দা ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অব মার্কস (১৮৯১) প্রটোকল রিলেটিং টু দা মাদ্রিদ এগ্রিমেন্ট কনসার্নিং দা ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অব মার্কস (১৯৮৯) নিস এগ্রিমেন্ট কনসার্নিং দা ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ফর দা পারপাজেজ অব দা রেজিস্ট্রেশন অব মার্কস (১৯৫৭) ভিয়েনা এগ্রিমেন্ট এস্টাবলিশিং অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব দা ফিগারেটিভ এলিমেন্টস অব মার্কস(১৯৭৩) মাদ্রিদ এগ্রিমেন্ট ফর দা রিপ্রেশন অব ফলস অর ডিসেপ্টিভইন্ডিকেশনস অব সোর্স অন গুডস (১৮৯১) ট্রেডমার্ক 'ল ট্রিটি (১৯৯৪)
ভৌগোলিক পরিচিতি (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস) এবং উৎস পদবি (অ্যাপিলেশনস অব অরিজিন)	একটি দেশ, অঞ্চল বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভৌগোলিক নাম	লিসবন এগ্রিমেন্ট ফর দা প্রটেকশন অব অ্যাপালেশনস অব অরিজিন অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন (১৯৫৮)
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস	নকশা-চিত্র (লেআউট ডিজাইন)	ওয়াশিংটন ট্রিটি অন ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ইন রেসপেক্ট অব ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (১৯৮৯)
অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা	সৎ চর্চা	প্যারিস কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি (১৮৮৩)

অতিরিক্ত তথ্য

আন্তর্জাতিক নিবন্ধন পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনাসহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টির যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত আরো তথ্য পাওয়া যাবে WIPO'র ওয়েবসাইট এবং সংস্থাটির বিভিন্ন প্রকাশনায়। এসব প্রকাশনার অনেকগুলোই বিনা পয়সায় ডাউনলোড করা যাবে।

www.wipo.int
WIPO ওয়েবসাইটের জন্য

www.wipo.int/treaties
মেধা সম্পদ সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণে প্রণীত সবগুলো চুক্তির পূর্ণাঙ্গ তথ্যের জন্য

www.wipo.int/ebookshop
WIPO'র ইলেক্ট্রনিক বুকশপ থেকে প্রকাশনা কিনা যায়
এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি– এ পাওয়ার টুল ফর ইকনমিক গ্রোথ, লেখক কামিল ইদ্রিস, প্রকাশনা নং ৮৮৮
- WIPO ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি হ্যান্ডবুক, প্রকাশনা নং ৪৮৯
- সিকরেটস অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি : এ গাইড ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম-সাইজড এক্সপোর্টারস, প্রকাশনা নং *ITC/P* ১৬৩

www.wipo.int/publications
বিনামূল্যে যেসব প্রকাশনাগুলো ডাউনলোড করা যাবে জন্য:

- মেকিং এ মার্ক : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ট্রেডমার্ক ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম-সাইজড এন্টারপ্রাইজেস, প্রকাশনা নং ৯০০
- লুকিং গুড : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনস ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম-সাইজড এন্টারপ্রাইজেস, প্রকাশনা নং ৪৯৮
- ইনভেন্টিং দা ফিউচার : অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু পেটেন্টস ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম-সাইজড এন্টারপ্রাইজেস, প্রকাশনা নং ৯১৭

www.wipo.int/new/en/links/addresses/ip/index.htm
জাতীয় মেধা সম্পদ অফিসগুলোর ওয়েবসাইটের লিংকের জন্য